(গ) রিসিভার হিসাবে নিয়োগ লাভ বা উক্ত পদে কাজ করা;

(ঘ) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ।

(২) উপরোক্ত অযোগ্যতাসমূহের অবসান হইবে, যখন-

(ক) দেউলিয়া ঘোষণাদেশ রদ হইয়া যায়; বা

(খ) আদালত দেউলিয়ার দায়মুক্তি আদেশ প্রদান করেন।

নবম অধ্যায়

কার্যধারায় বণ্টনযোগ্য সম্পদের সংক্ষিপ্ত নিষ্পত্তি

কার্যধারায় বণ্টনযোগ্য সম্পদের সংক্ষিপ্ত নিষ্পত্তি

৯৫। দেনাদার কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে আর্জি দাখিল হওয়ার পর, এফিডেভিট বা অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে, আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দেনাদারের সমুদয় সম্পত্তির মূল্য ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে আদালত দেনাদারের বণ্টনযোগ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও বিলি-বণ্টন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য আদেশ দিতে পারিবে, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী, নিম্নরূপ পরিবর্তন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) এই আইনের অধীনে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারীর প্রয়োজন হইবে না, যদি আদালত ভিন্নরূপ আদেশ না দেয়;

(খ) দেনাদার কর্তৃক দাখিলকৃত আর্জি গৃহীত হইবার পর, দেনাদারের বণ্টনযোগ্য সম্পদ আদালতে ন্যস্ত হইবে, এবং আদালত নিজেই রিসিভার হিসাবে কার্য করিতে পারিবে, অথবা রিসিভার হিসাবে কার্য করার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে, তিনি সরকারী রিসিভার হউন বা না হউন, নিয়োগ করিতে পারিবে;

(গ) উক্ত আর্জি শুনানীর সময় আদালত, দেনাদারের দেনা ও বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদন্তের পর লিখিত আদেশ দ্বারা, উহাদের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে, এবং ধারা ৩৮-এর বিধান মোতাবেক কোন তফসিল প্রণয়নের প্রয়োজন হইবে না;

(ঘ) বণ্টনযোগ্য সম্পদের বিষয়-সম্পত্তি যুক্তিসংগত দ্রুততার সহিত সংগ্রহ করা হইবে, এবং উহা এককালীন বণ্টিত অংশরূপে (in a single dividend) পাওনাদারগণের নিকট বণ্টন করিতে হইবে;

(ঙ) এতদ্‌সম্পর্কিত খরচ কমানো এবং পদ্ধতি সহজ করার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যবিধ যেরূপ পরিবর্তন করা হয় তাহা অনুসরণ করা হইবে:

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত যে কোন সময়ে নির্দেশ দিতে পারিবে যে, দেনাদারের বণ্টনযোগ্য সম্পদের ব্যাপারে এই আইন দ্বারা বা তদধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

দশম অধ্যায়

আপীল ও পুণরীক্ষণ (Review)

আপীল

৯৬। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, দেনাদার, যে কোন পাওনাদার, রিসিভার বা অন্য যে কোন ব্যক্তি, দেউলিয়া বিষয়ক কার্যধারায় এখ্‌তিয়ারসম্পন্ন কোন অতিরিক্ত জেলা জজ বা জেলা জজ প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে উহার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) সুপ্রীমকোর্ট সময় সময় হাইকোর্ট বিভাগের এইরূপ একটি বেঞ্চ গঠন করিবে যাহার দায়িত্ব হইবে শুধুমাত্র এই আইনের অধীন দায়েরকৃত আপীলসমূহ নিষ্পত্তি করা।

(৩) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীনে আপীল দায়ের করিতে চাহিলে, তিনি-

(ক) তাহার উক্ত অভিপ্রায় সম্পর্কে, বিরোধীয় সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান তারিখের পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে, আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন;

(খ) দেনাদার হইলে, পাওনাদারের সাকুল্য দাবী, যাহা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়, এর ১০% এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত ১০ (দশ) দিনের মধ্যে আদালতে জমা দিবেন;

(গ) বিরোধীয় সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান তারিখের পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীলের মেমোরেন্ডাম আপীল আদালতে দাখিল করিবেন;

(ঘ) আপীল আদালতে মেমোরেন্ডাম দাখিলের পূর্বে, নিম্ন-আদালতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত সংখ্যক মেমোরেন্ডামের অনুলিপি দাখিল করিবেন;

(ঙ) মেমোরেন্ডামের সহিত আদালত প্রদত্ত এই মর্মে একটি প্রত্যয়ন-পত্র দাখিল করিবেন যে, দফা (খ) মোতাবেক প্রয়োজনীয় অর্থ, যদি প্রযোজ্য হয়, জমা করা হইয়াছে এবং দফা (ঘ) মোতাবেক মেমোরেন্ডামের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরবরাহ করা হইয়াছে।

(৪) উপ-ধারা (৩) (ক) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্ত হইলে, আদালত-

(ক) উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে বিরোধীয় সিদ্ধান্ত বা

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.